মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সভা

প্রবাসী কল্যাণ ভবনে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে ১৭ অক্টোবর ২০১৭ তারিখ বেলা-০৩.০০ টায় 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সভা' অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত সচিব (অর্থ ও প্রশাসন) মোঃ আমিনুল ইসলাম। সভায় গত ২৩ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান পরিদর্শনকালে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি ও বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিগত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক দপ্তর/সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ সভায় উপস্থিত হন। সভায় সভাপতি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের বাস্তাবায়নের লক্ষ্যে জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি), ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড, বাংলাদেশ ওভারসীস এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিসেসে লি:, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক-কে মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় রেখে কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। তিনি আরও বলেন, দপ্তর/সংস্থা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রতি মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। এছাড়াও সভায় বোয়েসেলের মাধ্যমে জর্ডানে নারী গার্মেন্টস কর্মী প্রেরণের জন্য প্রচার/প্রচারণা বাড়ানোর পরামর্শ প্রদান করা হয়।

উল্লেখ্য, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় পরিদর্শন কালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যুবদের প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে সিরাজগঞ্জে মেরিন টেকনোলজি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা; নারায়ণগঞ্জ মেরিন টেকনোলজি ইনস্টিটিউটকে মেরিন একাডেমিতে উন্নীতকরণ; বাগেরহাটে মেরিন টেকনোলজি ইনস্টিটিউট স্থাপন করা; বিদেশে বাংলাদেশি কর্মীদের আরো অধিহারে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি লক্ষ্যে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ শ্রমশক্তি সৃষ্টির জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করণ; জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতিমালার আলোকে অন্যান্য যে সকল মন্ত্রণালয় ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে তাদের সঙ্গে সমন্বয়পূর্বক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে অধিক হারে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।

এছাড়াও পরিদর্শন কালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বর্তমানে যে সকল ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় তার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নতুন নতুন ট্রেডে এবং সংশ্লিষ্ট দেশের ব্যবহারিক ভাষা শিক্ষণে প্রশিক্ষণ প্রদান; প্রয়োজনে বিদ্যমান কোর্সের মেয়াদ বৃদ্ধি; বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত করার জন্য এ যুবশক্তিকে দেশের উন্নয়ন কাজে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান; নারী অভিবাসন কার্যক্রম আরো জোরদার; নারী অভিবাসী কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিদ্যমান প্রশিক্ষণের মেয়াদ বাড়াতে হবে এবং ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব; দালাল ও অন্যান্য মধ্যস্বত্তভোগীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ; বিদেশে গমনেচ্ছুক কর্মীরা যেন দালালসহ অন্যান্য মধ্যস্বত্তভোগীদের মাধ্যমে হয়রানী বা প্রতারণার শিকার না হয় তার জন্য ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টির প্রচারণা; দেশের গরীব জনগণ যাতে কম খরচে বিদেশে কম খরচে কর্মসংস্থান লাভ করতে পারে সে লক্ষ্যে অভিবাসন ব্যয় কমানোর কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ; প্রবাসী কর্মীগণ যাতে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে কম খরচে দেশে অর্থ প্রেরণ করতে পারে এবং তাদের প্রেরিত অর্থ প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন করতে পারে সে জন্য সীমিত পরিসরে বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি প্রদানে রজন্য অর্থ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে আলোচনাক্রমে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ; বিদ্যমান শ্রমবাজার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের পাশাপাশি নতুন নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধান করতে হবে এবং প্রবাসী কর্মীদের কল্যাণ ও সেবা নিশ্চিত করণ; বিদেশস্থ শ্রম উইং-এর কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে অধিকতর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করার নির্দেশনা প্রদান করেন।